শিবরাত্রি ব্রতপূজাপদ্ধতি (সংক্ষিপ্ত)

<--- অর্ঘ্য --->

চন্দন, জল, পুষ্প, আতপ চাল, কুশ, তিল, দূর্বা, সরিষা, যব।

<--- পঞ্চামৃত বা মধুপর্ক --->
দধি, দুধ, ঘৃত, মধু, দেশী চিনি, একসঙ্গে মিশ্রিত করে মধুপর্ক তৈরি করা হয়।

----- মধুপর্ক শোধন মন্ত্র :-----
ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ।।
ওঁ মধু নক্ত সু তো ষ সো। মধু মৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌ রস্তু নঃ পিতা।
ওঁ মধুমান্নো বনস্পতি স্মধুমান অন্তু সূর্যঃ
মাধ্বীগা ভবন্তু নঃ।।

ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু

------- ---------

----- অগ্নি জ্বালাবার মন্ত্র :-----
ওঁ অগ্নিমিলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেব মৃত্বিজম্।
হোতারং রত্নধাতম্।।

----- দীপ জ্বালাবার মন্ত্র :-----
ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপ সর্বতস্তিমীরাপহঃ
সবাহ্য অভ্যন্তর জ্যোতি দীপ হয়ং প্রতি গৃহ্যতাম।
ইতি দীপ।।

-----ধূপ জ্বালাবার মন্ত্র :-----
ওঁ বনস্পতি রসো দিব্যো গন্ধাতোঃ সুমনোহরঃ
আঘ্রেয়ঃ সর্বদেবানং ধূপো হয়ং প্রতি গৃহ্যতাম।
ইতি ধূপ।।

------- ---------

<--- গোপীচন্দন শুদ্ধি এবং মৃত্তিকা শুদ্ধি --->

ওঁ অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
মৃত্তিকা হরমে পাপং যন্ময়া দুস্কৃতং কৃতম।।
নমোঃ মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি।
স্মরন্তি সাধবঃ সর্ব সর্বকার্যেষু মাধবঃ নমঃ শ্রী মাধবঃ॥
ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু

------- ---------

Published on: Feb, 12 2023 09:54

<--- আচমন --->

প্রথমে মুখে জলের তিনবার ছিটা দিয়ে ও মুখে হাত দিয়ে মুছে আচমন করিবে।
তারপর তর্জনী, মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি মিলিত করে মুখ স্পর্শ করিবে।
বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী দ্বারা নাসিকা স্পর্শ করিবে।
বৃদ্ধাঙ্গুলি ও অনামিকা দ্বারা চক্ষুদ্বয় ও পরে কর্ণদ্বয় স্পর্শ করিবে।
বৃদ্ধাঙ্গুলি ও কনিষ্ঠা দ্বারা নাভিদেশে স্পর্শ করিবে।
হস্তদল দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবে।
সমস্ত অঙ্গুলীর দ্বারা মস্তক স্পর্শ করিবে।
অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা বাহুদ্বয় স্পর্শ করিবে।
এবং শুচি হইবে ।

-----[উপরোক্ত সমস্ত কাজটি বিষ্ণুস্মরণ করিতে করিতে করতে হবে]-----

----- বিষ্ণুস্মরণ মন্ত্র :-----
ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ
ওঁ তদবিষ্ণু পরমং পদম্
সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ
দিবীব চক্ষুরাততম্ ।।

□ পরে হাত জোড় করে :-----

ওঁ শঙ্খ চক্র ধরং বিষ্ণু
দ্বিভুজং পীত বাসসম্।

নমঃ অপবিত্র পবিত্রো বা
সর্বাবস্থাং গতোহপি বা ।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং
স বাহ্য অভ্যন্তরঃ শুচিঃ

নমঃ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভম্ ।
নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্বকর্মাণী কারয়ে ।।

নমোঃ মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি।
স্মরন্তি সাধবঃ সর্ব সর্বকার্যেষু মাধবঃ নমঃ শ্রী মাধবঃ॥
-------　　　--------

" বং এতেভ্য গন্ধাদিভ্য নমঃ " (এই মন্ত্রে ৩ বার ফুল ও চন্দনে জলের ছিটা দাও)

<----- স্বস্তি বাচন ----->

ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতিদধাতু।
ওঁ গণানাং ত্বা গণপতি হিঁং হবামহে
ওঁ প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতি হিঁং হবামহে

ওঁ নিধিনাং ত্বা নিধিপতিং হবামহে। বসো মম॥
ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি

<----- সুক্ত মন্ত্র ----->

ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণাং বিবিষ্ট্বাসিচম্।
উদ্বা সিঞ্চধ্বমুপ বা পৃণধ্বমাদিদ্বো দেব ওহতে॥
ওঁ অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু।

<----- আসন শুদ্ধি ----->

আসনের নিচে ভূমিতে ত্রিকোণ মন্ডল আঁকিয়া পরে একটি ফুল নিয়ে বলিবে :---

মন্ত্র:--- ওঁ হ্রীং আধার শক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ

পরে আসনে একটি গন্ধ পুষ্প দিয়া বলিবে :---

মন্ত্র:--- 'ওঁ আসন মন্ত্রস্য মেরু পৃষ্ঠ ঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ।'
'ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকাঃ দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম ॥'

পরে হাত জোড়ে বামদিকে ঝুঁকে বলিবে :---

মন্ত্র:--- ওঁ গুরুভ্যো নমঃ ওঁ পরম গুরুভ্যো নমঃ
ওঁ পরাপর গুরুভ্যো নমঃ ওঁ সশক্তি গুরুভ্যো নমঃ
ওঁ পরমেষ্টি গুরুভ্যো নমঃ
------- --------

দক্ষিণ দিকে ঝুঁকে বল:--- ওঁ গনেশায় নমঃ
মাথার ওপরে :--- ও ব্রহ্মণে নমঃ
নিচের দিকে :--- ওঁ অনন্তায় নমঃ
বুকের কাছে:--- ও নারায়ণায় নমঃ ওঁ সত্য নারায়ণায় নমঃ

<----- কর শুদ্ধি ----->

একটি রক্ত বর্ণ পুষ্প গ্রহণ করিয়া ওঁ মন্ত্রে কর দ্বারা পেষণ করিয়া "হে সৌ" মন্ত্রে ঐ পুষ্প ঈশান কোণে ফেলিবে ।

<----- করন্যাস ----->

আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ [উভয়হস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলী দ্বারা উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিবে]

ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা [অঙ্গুষ্ঠদ্বারা উভয় হস্তের তর্জ্জনী স্পর্শ করিবে]

উং মধ্যমাভ্যাং বষট্ [অঙ্গুষ্ঠদ্বারা উভয় হস্তের মধ্যমা স্পর্শ করিবে]

ঐং অনামিকাভ্যাং হূং [অঙ্গুষ্ঠদ্বারা উভয় হস্তের অনামিকা স্পর্শ করিবে]

ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ [অঙ্গুষ্ঠদ্বারা উভয় হস্তের কনিষ্ঠা স্পর্শ করিবে]

অঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যা মন্ত্রায় ফট্ [তর্জ্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলির দ্বারা বাম হস্তের তলদেশে করতল ধ্বনি করিবে]

<----- অঙ্গন্যাস ----->

আং হৃদয়ায় নমঃ। ঈং শিরসে স্বাহা।
উং শিখায়ৈ বষট্। ঐং কবচায় হূং।
ঔং নেত্রাভ্যাং বৌষট্। অঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যা মন্ত্রায় ফট্।

[তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা বাম হস্তের তলদেশে বেষ্টন করিয়া করতল ধ্বনি করিবে।]
_______ ________

<----- পুষ্প শুদ্ধি ----->

পুষ্প পাত্রে হাত রেখে বল:---

মন্ত্র :--- ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্প সম্ভবে। পুষ্প চয়াবকীর্ণে চ হূং ফট্ স্বাহা॥

<----- ভূমি শুদ্ধি ----->

গন্ধ পুষ্প ভূমিতে ফেলিতে ফেলিতে বলিবে:-

মন্ত্র :--- ওঁ আঁধার শক্তয়ে নমঃ
ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ
ওঁ অনন্তায় নমঃ
ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ

এবার ' ফট ' বলিয়া পাত্র ধুবে । পরে ত্রিকোণ মন্ডল আঁকিয়া তাম্র পাত্রটি রাখিবে । পাত্রটি রাখার পর ওঁ মন্ত্র বলিয়া পাত্রে জল দিবে । এবং ফুল দিয়ে মন্ত্র বলিতে বলিতে পূজা করিবে।

মন্ত্র :--- ওঁ মং বহ্নিমন্ডলায় দশ কলাত্মনে নমঃ
অং সূর্য মন্ডলায় দ্বাদশ কলাত্মনে নমঃ
উং সোম মন্ডলায় ষোড়শ কলাত্মনে নমঃ

---(উপরোক্ত পদ্ধতির দ্বারা কোষাকুশী শুদ্ধ করিতে হবে)---

<----- জল শুদ্ধি ----->

একটি ত্রিকোণ মণ্ডল আঁকিয়া তার উপর একটি চতুষ্কোণ আকিয়া কোষায় জল ভরিয়া ও

চন্দনযুক্ত ফুল ও বিল্ব পত্র দিয়া অঙ্কুশ মুদ্রার দ্বারা জল স্পর্শ করিয়া বল :-

মন্ত্র :--- ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলে হস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ।।

-------   --------

' ওঁ ' মন্ত্রে জলে গন্ধ পুষ্প দিয়া 'বং' মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া মৎস মুদ্রা দ্বারা ঢাকিয়া নিজের " বীজ মন্ত্র " দশবার জপ করিবে।

জল শুদ্ধির পর ঐ জল বিল্বপত্র দ্বারা পূজোর
উপাচারে ও নিজের মাথায় ছিটাইবে ।

<----- ভূতাপসারণ ----->

এই মন্ত্র বলার সময় শ্বেত সরিষা অথবা আতপ চাল মাথার চারদিকে ছড়াইবে।
মন্ত্র :--- ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতাঃ যে ভূতাঃ ভূমি সংস্থিতাঃ ।
যে ভূতা বিঘ্ন কর্তারস্তে নশ্যন্তু শিবজ্ঞয়া ।।

এবার মস্তকের উপর তিনবার "ফট" মন্ত্রে করতালি দিয়া
ভূত অপসারণ ও "তুড়ি" দিয়া দশদিক বন্ধন করিবে।

<----- ভূত শুদ্ধি ----->

নিজের চারদিকে জলধারা দিয়া 'বং' মন্ত্র উচ্চারন করিয়া হাত জোড় হাত করে বল :------

মন্ত্র :--- ওঁ মূল শৃঙ্গাটাচ্ছিরিঃ সুষুম্না পথেন জীব শিবং পরম শিব পদে যোজয়ামি স্বাহা। ওঁ যং লিঙ্গ শরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা। ওঁ রং সংকোচং শরীরং দহ দহ স্বাহা। ওঁ পরম শিব সুষুম্না পথেন মূল শৃঙ্গাট মূল্ল সোল্লস জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল হংস সোহহং স্বাহা।

<----- প্রাণায়াম ----->

ডান হাতের অঙ্গুষ্ট দ্বারা ডান নাক বন্ধ করে 'ওঁ নমঃ শিবায়' বা 'ওঁ' মন্ত্রে 'চার' বার জপ করিতে করিতে বা নাকে শ্বাস নিবে। তারপর ১৬ বার জব করতে করতে শ্বাস রুদ্ধ রাখবে। পরে ৮ বার জপ করতে করতে শ্বাস ত্যাগ করবে। এইরকম তিনবার করতে হবে।

-------   --------

<----- সুর্যার্ঘ্য ----->

কুশীর মধ্যে দূর্বা চন্দন পুষ্প জল বেলপাতা দু হাতে ধরে বলবে:---

মন্ত্র :--- ওঁ বিবস্বতে ব্রাহ্মণ ভাস্বতে বিষ্ণু তেজসে জগৎ সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্মদায়িতে।
ইদমর্ঘং ওঁ নমো ভগবতে শ্রী সূর্যায় নমঃ।।

ওঁ এহি সূর্য্য সহস্রাংশে তেজোরাসে জগৎপতে। অনুকম্পায় মাং ভক্তং গৃহাণার্ঘং দিবাকর ॥

জল তাম্র পাত্রে ফেলে দিয়ে হাত জোড় করে বল :---

ওঁ জবা কুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্ ।
ধ্বান্তারিং সর্ব পাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্।।

<----- দ্বারদেবতা পূজা ----->

পুষ্প নিয়ে - " এতে গন্ধে পুষ্পে ওঁ দ্বারদেবতাভ্যোঃ নমঃ "
বলিয়া পুষ্প দ্বারে ফেলিবে। ---

এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ ব্রাহ্মণে নমঃ
এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ বাস্তু পুরুষায় নমঃ

<----- পঞ্চ দেবতার পূজা ----->

এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ গনেশায় নমঃ। (তাম্র পাত্রে পুষ্প দাও)
এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ সূর্যায় নমঃ। (তাম্র পাত্রে পুষ্প দাও)
এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। (তাম্র পাত্রে পুষ্প দাও)
এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ শিবায় নমঃ। (তাম্র পাত্রে পুষ্প দাও)
এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ দুর্গায় নমঃ। (তাম্র পাত্রে পুষ্প দাও)
এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ শ্রী গুরুবে নমঃ। (তাম্র পাত্রে পুষ্প দাও)
এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ (তাম্র পাত্রে পুষ্প দাও)
এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ ইন্দ্রাদি দশদিকপালেভ্যো নমঃ (তাম্র পাত্রে পুষ্প দাও)
এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ সর্বদেবে দেবীভ্যোঃ নমঃ (তাম্র পাত্রে পুষ্প দাও)
এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ পিতৃ লোকেভৈঃ নমঃ (তাম্র পাত্রে পুষ্প দাও)
এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ সর্ব ঋষি লোকেভৈঃ নমঃ (তাম্র পাত্রে পুষ্প দাও)
------- --------

(প্রতি প্রহরে মৃত্তিকা দ্বারা নুতন নুতন মূর্তি তৈরি করে মূর্তিন্যাস করতে হবে -)

<----- মূর্তিন্যাস ----->
অঙ্গুষ্ঠ যোগে তর্জনী দ্বয়ে - নং তৎপুরুষায় নমঃ। কেমন
অঙ্গুষ্ঠ যোগে মধ্যমা দ্বয়ে - মং অঘোরায় নমঃ। দ্বিতীয়
অঙ্গুষ্ঠ যোগে কনিষ্ঠা দ্বয়ে - শিং সদ্যজাতায় নমঃ। চতুর্থ
অঙ্গুষ্ঠ যোগে অনামিকা দ্বয়ে - বাং বামদেবতায় নমঃ। তৃতীয়
তর্জনী যোগে অঙ্গুষ্ঠ দ্বয়ে - য়ং ঈশানায় নমঃ। প্রথম

<----- পূজার সংকল্প ----->
কোষাকুশীতে হরিতকি ফুল চন্দন দুর্গা ধান যব আতপ চাল নিয়ে উত্তর অথবা পূর্ব দিক কোণে ধারণ করে বলতে হবে।

ওঁ বিষ্ণুরোম্ তৎ সদ্ অদ্য ফাল্গুন মাসি কুম্ভ রাশিস্থ ভাস্করে কৃষ্ণপক্ষে শিব চতুর্দ্দশ্যাং তিথৌ __ গোত্র __ নাম শিবলোক প্রাপ্তি কামঃ যথা শক্ত্যু পচারনাং শিব পূজা

তদ্ ব্রতকথা পাঠ জাগরনোপেবাস কর্ম্মাহং করষি্যে।

<----- শবিরে ধ্যান ----->

ওঁ ধ্যায়েন্নত্যিং মহশেং
রজতগরিনিভিং চারুচন্দ্রাবতংসম।
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরা ভীতি হস্তং প্রসন্নম্। পদ্মাসীনং সমস্তাং স্তুত মমরগণৈ ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানম।
বশি্বাদ্যং বশি্ববীজং নখিলিভয়হরং পঞ্চবক্রম ত্রনিত্রেম্।।
-------   --------

------ [[[প্রথম প্রহর]]] ------

<----- শবি পূজা ----->

১. এতদ পাদ্যং ওঁ নমঃ ঈশানায় নমঃ। (তাম্র পাত্রে জল দাও)
২. ওঁ শবিরাত্রি ব্রতং দবে পূজা জপ পরায়ণঃ ।
   করোমি বধিবিদ্দত্তং গৃহাণার্ঘ্যং মহশে্বরঃ।।
   (তাম্র পাত্রে অর্ঘ দবি)
৩. ইদম্ আচমনীয়ং জলং ওঁ নমঃ ঈশানায় নমঃ।। (তাম্র পাত্রে জল দাও)
৪. এস মধুপর্ক ওঁ নমঃ ঈশানায় নমঃ।। (তাম্র পাত্রে মধুপর্ক দাও)

৫. দুগ্ধ দ্বারা স্নান করাইতে করাইতে বল ---->
মন্ত্র :--- ইদং স্নানীয়ং দুগ্ধং ওঁ ঈশানায় নমঃ।

□ এস গন্ধ ওঁ নমঃ ওঁ ঈশানায় নমঃ। (তাম্র পাত্রে জলরে ছটিা দাও)
□ এতদ পুষ্পং ওঁ নমঃ ওঁ ঈশানায় নমঃ। (তাম্র পাত্রে পুষ্প দাও)
□ এস ধূপ ওঁ নমঃ ওঁ ঈশানায় নমঃ। (ধূপ আরতরি মতো দখোও)
□ এস দীপ ওঁ নমঃ ওঁ ঈশানায় নমঃ। (দীপ আরতরি মতো দখোও)
□ এস বস্ত্র ওঁ নমঃ ওঁ ঈশানায় নমঃ। (বস্ত্র আরতরি মতো দখো)
□ এস জলশঙ্খ ওঁ নমঃ ওঁ ঈশানায় নমঃ। (জলশঙ্খ আরতরি মতো দখোও)
□ এস চামর ওঁ নমঃ ওঁ ঈশানায় নমঃ। (চামর আরতরি মতো দখোও)

<----- পুষ্পাঞ্জলি ----->

'এস সচন্দন বলি্বপত্র পুষ্পাঞ্জলি ওঁ নমঃ ঈশানায় নমঃ।
(৩ বার)

<----- ভোগ নবিদেন ----->

ওঁ বং এতস্মৈ সোপকরণান্নায় নমঃ (ভোগ থালার উপর জলরে ছটিা দাও)

এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ এতস্মৈ সোপকরণান্নায় নমঃ (ভোগ থালার উপর পুষ্প দাও)

ওঁ অমৃতোপস্তরণমস িস্বাহা (তাম্র পাত্রে জল দাও)

ইদম্ আচমনীয়ং জলং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ (তাম্র পাত্রে জল দাও)

ইদম্ পানার্থ জলং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ (গ্লাসে জল দাও)

এতে গন্ধ পুষ্পে এষ সোপকরণ ফলং মিষ্টি নৈবেদ্য ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ (ফল মিষ্টি তে পুষ্প দাও)

এস সোপকরণ ফলং মিষ্টি নৈবেদ্যং পঞ্চ প্রাণে স্বাহা
ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ ।

(বাম হাতটিকে গ্লাসের মতো করে অন্য হাতে কুশীতে জল নিয়ে নৈবেদ্যের থালার উপর দিতে হবে । তারপর ১০ বার জপ কর)--->
'' ইদম পুনরাচমনীয়ং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ । (তাম্র পাত্রে জল দাও)

<----- প্রণাম ----->

ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্ৰয় হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥
অবিঘ্নেনে ব্রতং দেবে ত্বৎ প্রসাদাত সমর্পিতং।
ক্ষমস্ব জগতাং নাথ ত্রৈলোক্যাধিপতে হর॥
যন্ময়াদ্য কৃতং পুণ্যাং তদ্রুদ্রস্য নিবেদিতং।
ত্বৎপ্রসাদ্যন্ময়া দেবে ব্রতমদ্য সমাপিতং॥
প্রসন্নো ভব মে শ্ৰীমন্ মদ্ভক্তিঃ প্রতিপাদ্যতাং ।
তদালোকনে মাত্রেণে পবিত্রোহষ্মি নিঃ সংশয়ঃ।।

------- --------

------ [[[দ্বিতীয় প্রহর]]] ------

<----- শিব পূজা ----->

১. এতদ পাদ্যং ওঁ নমঃ অঘোরায় নমঃ ।। (তাম্র পাত্রে জল দাও)
২. ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় সর্ব্বপাপহরায় চ ।
শিবরাত্রৌ দদমর্ঘ্যং প্রসীদ উমায় সহ ।। (তাম্র পাত্রে অর্ঘ দিবে)
৩. ইদম্ আচমনীয়ং জলং ওঁ নমঃ অঘোরায় নমঃ ।। (তাম্র পাত্রে জল দাও)
৪. এস মধুপর্ক ওঁ নমঃ অঘোরায় নমঃ ।। (তাম্র পাত্রে মধুপর্ক দাও)

৫. দধি দ্বারা স্নান করাইতে করাইতে বল ---->
মন্ত্র :--- ইদং স্নানীয়ং দধিং ওঁ নমঃ অঘোরায় নমঃ।।

- এস গন্ধ ওঁ নমঃ অঘোরায় নমঃ। (তাম্র পাত্রে জলের ছিটা দাও)
- এতদ পুষ্পং ওঁ নমঃ অঘোরায় নমঃ। (তাম্র পাত্রে পুষ্প দাও)
- এস ধূপ ওঁ নমঃ অঘোরায় নমঃ। (ধূপ আরতির মতো দেখাও)
- এস দীপ ওঁ নমঃ অঘোরায় নমঃ। (দীপ আরতির মতো দেখাও)
- এস বস্ত্র ওঁ নমঃ অঘোরায় নমঃ। (বস্ত্র আরতির মতো দেখো)
- এস জলশঙ্খ ওঁ নমঃ অঘোরায় নমঃ। (জলশঙ্খ আরতির মতো দেখাও)
- এস চামর ওঁ নমঃ অঘোরায় নমঃ। (চামর আরতির মতো দেখাও)

<----- পুষ্পাঞ্জলি ----->

'এস সচন্দন বিল্বপত্র পুষ্পাঞ্জলি ওঁ নমঃ অঘোরায় নমঃ।
(৩ বার)

<----- ভোগ নিবেদন ----->

ওঁ বং এতস্মৈ সোপকরণান্নায় নমঃ (ভোগ থালার উপর জলের ছিটা দাও)

এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ এতস্মৈ সোপকরণান্নায় নমঃ (ভোগ থালার উপর পুষ্প দাও)

ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা (তাম্র পাত্রে জল দাও)

ইদম্ আচমনীয়ং জলং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ (তাম্র পাত্রে জল দাও)

ইদম্ পানার্থ জলং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ (গ্লাসে জল দাও)

এতে গন্ধ পুষ্পে এষ সোপকরণ ফলং মিষ্টি নৈবেদ্য ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ (ফল মিষ্টিতে পুষ্প দাও)

এস সোপকরণ ফলং মিষ্টি নৈবেদ্যং পঞ্চ প্রাণে স্বাহা
ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ ।

(বাম হাতটিকে গ্লাসের মতো করে অন্য হাতে কুশীতে জল নিয়ে নৈবেদ্যের থালার উপর দিতে হবে । তারপর ১০ বার জপ কর)--->
'' ইদম পুনরাচমনীয়ং   ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ । (তাম্র পাত্রে জল দাও)

<----- প্রণাম ----->

ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥
অবিঘ্নেন ব্রতং দেব ত্বৎ প্রসাদাত সমর্পিতং।
ক্ষমস্ব জগতাং নাথ ত্রৈলোক্যাধিপতে হর॥
যন্ময়াদ্য কৃতং পুণ্যাং তদ্রুদ্রস্য নিবেদিতং।
ত্বৎপ্রসাদ্যন্ময়া দেব ব্রতমদ্য সমাপিতং॥
প্রসন্নো ভব মে শ্রীমন্ মদ্ভক্তিঃ প্রতিপাদ্যতাং ।
তদালোকেন মাত্রেণ পবিত্রোহষ্মি নঃ সংশয়ঃ।।
-------   --------

------ [[[তৃতীয় প্রহর]]] ------

<----- শিব পূজা ----->

১. এতদ পাদ্যং ওঁ নমঃ বাম দেবায় নমঃ ।।   (তাম্র পাত্রে জল দাও)
২. ওঁ দুঃখ দারিদ্র্য শোকেন দগ্ধোহহং পার্বতী প্রিয়।
শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং উমাকান্ত গৃহাণ মে।। (তাম্র পাত্রে অর্ঘ দিবে)
৩. ইদম্ আচমনীয়ং জলং ওঁ নমঃ বাম দেবায় নমঃ ।। (তাম্র পাত্রে জল দাও)

৪. এস মধুপর্ক ওঁ নমঃ বাম দেবায় নমঃ ।। (তাম্র পাত্রে মধুপর্ক দাও)

৫. ঘৃত দ্বারা স্নান করাইতে করাইতে বল ---->
মন্ত্র :--- ইদং স্নানীয়ং ঘৃতং ওঁ নমঃ বাম দেবায় নমঃ।।

- এস গন্ধ ওঁ নমঃ বাম দেবায় নমঃ। (তাম্র পাত্রে জলের ছিটা দাও)
- এতদ পুষ্পং ওঁ নমঃ বাম দেবায় নমঃ। (তাম্র পাত্রে পুষ্প দাও)
- এস ধূপ ওঁ নমঃ বাম দেবায় নমঃ। (ধূপ আরতির মতো দেখাও)
- এস দীপ ওঁ নমঃ বাম দেবায় নমঃ। (দীপ আরতির মতো দেখাও)
- এস বস্ত্র ওঁ নমঃ বাম দেবায় নমঃ। (বস্ত্র আরতির মতো দেখা)
- এস জলশঙ্খ ওঁ নমঃ বাম দেবায় নমঃ। (জলশঙ্খ আরতির মতো দেখাও)
- এস চামর ওঁ নমঃ বাম দেবায় নমঃ। (চামর আরতির মতো দেখাও)

<----- পুষ্পাঞ্জলি ----->

'এস সচন্দন বিল্বপত্র পুষ্পাঞ্জলি ওঁ নমঃ বাম দেবায় নমঃ।
(৩ বার)

<----- ভোগ নিবেদন ----->

ওঁ বং এতস্মৈ সোপকরণান্নায় নমঃ (ভোগ থালার উপর জলের ছিটা দাও)

এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ এতস্মৈ সোপকরণান্নায় নমঃ (ভোগ থালার উপর পুষ্প দাও)

ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা (তাম্র পাত্রে জল দাও)

ইদম্ আচমনীয়ং জলং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ (তাম্র পাত্রে জল দাও)

ইদম্ পানার্থ জলং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ (গ্লাসে জল দাও)

এতে গন্ধ পুষ্পে এষ সোপকরণ ফলং মিষ্টি নৈবেদ্য ওঁ সরস্বত্যৈঃ নমঃ (ফল মিষ্টিতে পুষ্প দাও)

এস সোপকরণ ফলং মিষ্টি নৈবেদ্যং পঞ্চ প্রাণে স্বাহা
ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ ।

(বাম হাতটিকে গ্লাসের মতো করে অন্য হাতে কুশীতে জল নিয়ে নৈবেদ্যের থালার উপর দিতে হবে । তারপর ১০ বার জপ কর)--->
'' ইদম পুনরাচমনীয়ং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ । (তাম্র পাত্রে জল দাও)

<----- প্রণাম ----->

ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥
অবিঘ্নেন ব্রতং দেব ত্বৎ প্রসাদাত সমর্পিতং।
ক্ষমস্ব জগতাং নাথ ত্রৈলক্যাধিপতে হর॥
যন্ময়াদ্য কৃতং পূণ্যাং তদ্রুদ্রস্য নিবেদিতং।

Published on: Feb, 12 2023 09:54

ত্বৎপ্রসাদ্যন্ময়া দেব ব্রতমদ্য সমাপিতং॥
প্রসন্নো ভব মে শ্রীমন্ মদ্ভক্তিঃ প্রতিপাদ্যতাং ।
তদালোকনে মাত্রেণ পবিত্রোহষ্মি নঃ সংশয়ঃ।।

-------   ------

------ [[[চতুর্থ প্রহর]]] ------

<----- শিব পূজা ----->

১. এতদ পাদ্যং ওঁ নমঃ সদ্য জাতায় নমঃ ।। (তাম্র পাত্রে জল দাও)
২. ওঁ ময়া কৃতান্যনেকানি পাপানি হর শঙ্করঃ ।
শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং উমাকান্ত গৃহাণ মে।। (তাম্র পাত্রে অর্ঘ দিবে)
৩. ইদম্ আচমনীয়ং জলং ওঁ নমঃ সদ্য জাতায় নমঃ ।। (তাম্র পাত্রে জল দাও)
৪. এস মধুপর্ক ওঁ নমঃ সদ্য জাতায় নমঃ ।। (তাম্র পাত্রে মধুপর্ক দাও)

৫. মধু দ্বারা স্নান করাইতে করাইতে বল ---->
মন্ত্র :--- ইদং স্নানীয়ং মধু ওঁ নমঃ সদ্য জাতায় নমঃ।।

□ এস গন্ধ ওঁ নমঃ সদ্য জাতায় নমঃ। (তাম্র পাত্রে জলের ছিটা দাও)
□ এতদ পুষ্পং ওঁ নমঃ সদ্য জাতায় নমঃ। (তাম্র পাত্রে পুষ্প দাও)
□ এস ধূপ ওঁ নমঃ সদ্য জাতায় নমঃ। (ধূপ আরতির মতো দেখাও)
□ এস দীপ ওঁ নমঃ সদ্য জাতায় নমঃ। (দীপ আরতির মতো দেখাও)
□ এস বস্ত্র ওঁ নমঃ সদ্য জাতায় নমঃ। (বস্ত্র আরতির মতো দেখা)
□ এস জলশঙ্খ ওঁ নমঃ সদ্য জাতায় নমঃ। (জলশঙ্খ আরতির মতো দেখাও)
□ এস চামর ওঁ নমঃ সদ্য জাতায় নমঃ। (চামর আরতির মতো দেখাও)

<----- পুষ্পাঞ্জলি ----->

এস সচন্দন বিল্বপত্র পুষ্পাঞ্জলি ওঁ নমঃ সদ্য জাতায় নমঃ।
(৩ বার)

<----- ভোগ নিবেদন ----->

ওঁ বং এতস্মৈ সোপকরণান্নায় নমঃ (ভোগ থালার উপর জলের ছিটা দাও)

এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ এতস্মৈ সোপকরণান্নায় নমঃ (ভোগ থালার উপর পুষ্প দাও)

ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা (তাম্র পাত্রে জল দাও)

ইদম্ আচমনীয়ং জলং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ (তাম্র পাত্রে জল দাও)

ইদম্ পানার্থ জলং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ (গ্লাসে জল দাও)

এতে গন্ধ পুষ্পে এষ সোপকরণ ফলং মিষ্টি নৈবেদ্য ওঁ সরস্বত্যৈঃ নমঃ (ফল মিষ্টিতে পুষ্প দাও)

এস সোপকরণ ফলং মিষ্টি নৈবেদ্যং পঞ্চ প্রাণে স্বাহা

ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ ।

(বাম হাতটিকে গ্লাসের মতো করে অন্য হাতে কুশীতে জল নিয়ে নৈবেদ্যের থালার উপর দিতে হবে । তারপর ১০ বার জপ কর)--->
'' ইদম পুনরাচমনীয়ং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ । (তাম্র পাত্রে জল দাও)

<----- প্রণাম ----->

ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্ৰয় হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥
অবিঘ্নেনে ব্রতং দেবে ত্বৎ প্রসাদাত সমর্পিতং।
ক্ষমস্ব জগতাং নাথ ত্রৈলৈক্যাধিপতে হর॥
যন্ময়াদ্য কৃতং পূণ্যাং তদ্রুদ্রস্য নিবেদিতং।
ত্বৎপ্রসাদ্যন্ময়া দেবে ব্রতমদ্য সমাপিতং॥
প্রসন্নো ভব মে শ্ৰীমন্ মদ্ভক্তিঃ প্রতিপাদ্যতাং ।
তদালোকেনে মাত্রেণে পবিত্রোহষ্মি নিঃ সংশয়ঃ।।
------- -------

<----- শিবের ধ্যান ----->

ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজত গিরিনিভিং
চারু চন্দ্রাবতং সম
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং
পরশু মৃগবরা ভীতিহস্তং প্রসন্নম্
পদ্মাসীনং সমন্তাং স্তুতমমরগণৈ
র্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানম ।
বিশ্বদ্যং বিশ্ববীজং
নিখিল ভয় হরং
পঞ্চবক্তং ত্রিনেত্রম্ ।।
ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ

------- --------

<----- শিব প্রণাম মন্ত্র ----->

ওঁ নমস্তুভ্যং বিরুপাক্ষ ।
নমস্তে দিব্য চাক্ষুষে ।
নমঃ পিনাক হস্তায় বজ্র হস্তায় বৈ নমঃ।
নমঃ ত্রিশূল হস্তায় দন্ড পাশাসি পানয়ে।
নমস্তৈলোক্য নাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ।
নমো শিবায় শান্তায়
কারন ত্রয় হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং
ত্বং গতি পরমেশ্বর।।
নমস্যে ত্বাং মহাদেবে
লোকানাং গুরুমীশ্বরম
পুংসাম পূর্ণকামানাং
কাম পুরামরাঙ্খিপম

ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায়
সর্ব্বপাপ হরায় চ ।
নমঃ শিবায় নমঃ।
ওঁ শরনাগত দীনার্ত পরিত্রানায় পরায়নে
সর্ব্বস্মার্তে হরে দেবী নারায়ণী নমস্তুতে।
হরে দেবী নমঃ শিবায় নমঃ

ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ
ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ
ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ

------- ---------

-----[শিবাষ্টক স্তোত্রম]-----

প্রভু মীশ মণীশ মহেশে গুণং
গুণ হীন মহীশ গরলাভরণম্।
রণ নির্জিত দুর্জয় দৈত্যপুরং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম।।

গিরিরাজ সুতান্বিত বামতনুং
তনু নিন্দিত রাজিত কোটিবিধুম্
বিধি বিষ্ণু শিরোধৃত পাদযুগং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।।

শশলাঞ্ছিত রঞ্জিত সম্মুকুটং
কটি লম্বিত সুন্দর কৃত্তিপটং।
সুরশৈবালিনী কৃত পূত জটং
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম।।

নয়নত্রয় ভূষিত চারুমুখং
মুখপদ্ম বিনিন্দিত কোটি বিধুম্।
বিধুখন্ড বিখন্ডিত ভল তটং
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম।।

বৃষ রাজ নিকেতন মাদি গুরুং
গরলাসন মাজি বিষান ধরম।
প্রমথাধিপ সেবক রঞ্জন কং
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম।।

মকরধ্বজ মত্ত মাতঙ্গ হরং
করিচম্মগ নাগ বিবোধকরম্।
বরমার্গণ শূল বিষান ধরং
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম।।

জগদুদ্ভব পালন নাশকরং
ত্রিদিবেশ শিরোমণি ঘৃষ্টপদম্।
প্রিয়মানব সাধু জনৈক গতিং
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম।।

অনাথং সুদীনং বিভো বিশ্বনাথ
পুনর্জন্ম দুঃখাত পরিত্রাহি শম্ভো।
ভজতোহখিল দুঃখ সমূহহরং
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম।।

ইতি শিবাষ্টকং স্তোত্রম সম্পূর্ণম্ ।।

------- --------

-----[শিবরাত্রি ব্রতকথা]-----

কৈলাস ভূধরে দেব বৃষভাবন।
গৌরীসহ বসিয়া করেন আলাপন।।
ফল পুষ্পে সুশোভিত পর্বত কৈলাস।
যক্ষ রক্ষঃ গন্ধর্বগণের নিত্য বাস।।
রবির কিরণ পড়ি শিখরে তাহার।
মলিন করিয়া দেয় বরন সোনার।।
আনন্দে পার্ব্বতি সতী জিজ্ঞাসেন শিবে।
কহ দেব! কোন ধর্ম শ্রেষ্ঠ হয় ভবে।।
কিবা ব্রত অনুষ্ঠানে কোন্ তপস্যায়।
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ হয়।।
এরূপ কি পূণ্য কর্ম আছে সুবিদিত।
জাহা দ্বারা লাভ হয় সকল বাঞ্ছিত।।
মর্ত্তবাসী তোমাকে তুষিতে ধরা তলে।
অনায়াসে পারে বল কি কর্ম্ম করিলে।।
শুনিয়া পার্ব্বতি বাক্য কহেন শঙ্কর।
শুন দেবী! কোন কর্ম্ম মম প্রীতিকর।।
ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী।
শিবরাত্রি নামে খ্যাত অন্ধকার নিশি।।
প্রাণী হিংসা পরায়ণ ব্যাধ একজন।
ভীষণ, আকৃতি তার ক্রুর আচরণ।।
কৃষ্ণবর্ণ দেহ তার পিঙ্গল নয়ন।
জাল বাগুরা হস্তে করয়ে ভ্রমণ।।
বনে বনে ভ্রমি করে প্রাণী বধ কত।
নগরে নগরে মাংস বেচে অবিরত।।
একদিন মাংস ভার করিয়া বহন।
গৃহ ফিরিতেছে ব্যাধ আনন্দিত মন।।
বহুদূর বন পথ ব্যাধ পরিশ্রান্ত।
বৃক্ষ মূলে শয়ন করিল হয়ে ক্লান্ত।।
ক্রমে ক্রমে সূর্যদেব অস্তা চলে যান।
হেন কালে নিদ্রিত ব্যাধের হল জ্ঞান।।
চতুর্দিক অন্ধকার দেখিয়া তখন।
চিন্তিত হইয়া ব্যাধ করিল মনন।।
আজ গৃহে যাইব না এই রাত্রি কাল।
বৃক্ষেতে করিব বাস হউক সকাল।।
লতা দৃঢ় রজ্জু নির্মাণ করিয়া।
মাংস ভার বৃক্ষে বাঁধি দিল তাহা দিয়া।।
হিংস্র জন্তু ভয়ে ব্যাধ বৃক্ষের উপর।
উঠিয়া বসিল করি সাহসে নির্ভর।।
ক্ষুধার্ত হইয়াছিল ব্যাধ অতিশয়।

অন্ধকার রাত্রি তাহে হিংস্র জন্তু ভয়।।
শীতেতে কাঁপিতে ছিল শরীর তাহার।
সর্বাঙ্গে পড়িতে ছিল নিশার তুষার।।
দৈবক্রমে শিবলিঙ্গ সেই বৃক্ষ মূলে।
স্থাপন করিয়াছিল কেহ কোন কালে।।
সেই দিন শিবরাত্রি দৈবেরে ঘটনা।
উপবাসী ব্যাধ তার অন্নেরে ভাবনা।।
তাহার শরীর হতে হিম বিন্দু যত।
বৃক্ষ মূলে শিবলিঙ্গে পড়ে অবিরত।।
সেই বৃক্ষ বিল্ববৃক্ষ নামে সুবিখ্যাত।
যাহার পত্রেতে শম্ভু হন সদা প্রীত।।
ব্যাধ অঙ্গ সঞ্চালনে পক্ক বিল্ব দল।
শিবেরে মস্তকে পড়িতে ছিল অবিরল।।
ব্যাধেরে সে আচরণে দেবে আশুতোষ।
মনে মনে অনুভব করেন সন্তোষ।।
এইভাবে সমস্ত রজনী কেটে গেল।
ক্রমে ক্রমে উষার আলোক দেখা দিল।।
বৃক্ষ হতে নামি ব্যাধ নিজ গৃহে গেল।
রাত্রির ঘটনা সব প্রকাশ করিল।।
মৃগমাংস বিতরিল পাড়ার ব্রাহ্মণে।
অবশেষে ভোজন করিল হৃষ্ট মনে।।
এই ভাবে তাহার পারন সিদ্ধ হল।
শিবরাত্রি ব্রত ফল সম্পূর্ণ পাইল।।
আয়ু শেষে হল তার বহুকাল পরে।
যমের কিঙ্কর এল লইবার তরে।।
যমদূত রজ্জু দ্বারা বাঁধিতে উদ্যত।
হেন কালে পৌঁছে দূত শিবের নিযুক্ত।।
শিবদূত বলে যমদূত যাও দূরে।
ব্যাধকে লইয়া আমি যাব শিবপুরে।।
যমদূত বলে এই ব্যাধ পাপী অতি।
না যায় গণনা এর কুকর্ম সংহতি।।
যমপুরে ইহাকে লইয়া যাব আমি।
যমের আদেশে বৃথা কেন এলে তুমি।।
এই রূপে উভয়ের বিবাদ হইল।
শিবদূত যমদূতে প্রহার করিল।।
পরাজিত হয়ে যমদূত যায় ঘরে।
এই বার্তা প্রকাশিল যমের গোচরে।।
উপস্থিত হয়ে যম শিবদূতে কন।
বিবাদের হেতু কিবা করহ বর্নন।।
শিবদূত বলে এই ব্যাধ পাপাচারী।
শিবরাত্রি প্রভাবে যাইবে শিবপুরী।।
আজীবন কেহ যদি পাপ কর্ম করে।
শিবরাত্রি ব্রত করি অবশেষে তরে।।
মহাদেবে তুষ্ট এই ব্যাধের উপর।
নাহি ভয় করি আমি শিবের কিঙ্কর।।
যমরাজ প্রণাম করিয়া শিবদূতে।
গমন করেন নিজ বাসে হৃষ্টচিতে।।
ব্রত উপবাস করি সেদিন যে জন।
ভক্তিভাবে করিবে আমার আরাধন।।
সদাতুষ্ট হই আমি তাহাদের প্রতি।

ব্রতের বিধান দেবী! শুনহ সম্প্রতি।
পূর্বদিনে ব্রহ্মচর্য্য করিয়া পালন।
নিরামিষ হবিষ্যান্ন করিবে ভোজন।।
রাত্রিতে তৃণের শয্যা নির্মাণ করিবে।
তাহাতে শয়ন করি আমাকে স্মরিবে।।
প্রাতঃকালে সত্ত্বর করিয়া গাত্রোত্থান।
নদী কিম্বা সরোবর জলে করি স্নান।।
বিল্ববৃক্ষে মূলে গিয়া প্রণাম করিবে।
অবশ্যক পত্র সংগ্রহ করিবে।।
একমাত্র বিল্বদলে তুষ্ট আমি হই।
মনি মুক্তা স্বর্ণ রত্ন প্রবাল না চাই।।
রাত্রিতে হইয়া শুচি যে পূজে আমারে।
সদা অভিমত ফল দিব আমি তারে।।
পার্থিব শংঙ্কর মূর্তি করিয়া নির্মাণ।
প্রথম প্রহরে দুগ্ধে করাইবে স্নান।।
দ্বিতীয় প্রহরে দধি তৃতীয়তে ঘৃত।
চতুর্থ প্রহরে মধু স্নানেতে বিহিত।।
পূজা শেষে যথা বিধি নৃত্য গীত করি।
তুষিবে আমারে নর শুনহ শংঙ্করী।।
পরদিন প্রাতঃকালে হয়ে শুচি ব্রতী।
করাইবে ব্রাহ্মণ ভোজন নিয়মতি।।
এই শিবরাত্রি ব্রত যে জন করিবে।
অনায়াসে সেই জন আমাকে তুষিবে।।
কঠোর তপস্যা আর দান যজ্ঞ যত।
কোন কর্ম নহে তুল্য শিবরাত্রি মত।।
এই ব্রত আচরণে লভিয়া বাঞ্ছিত।
অধীশ্বর হয় সর্ব্ব ধনের নিশ্চিত।।
ব্রতের মাহাত্ম্য এবে হরহ শ্রবন।
পুণ্য লাভ হয় শুনে সেই বিবরণ।।
পৃথিবীতে বারানসী সর্ব্ব তীর্থ সার।
যেখানে গমনে খন্ডে কলুষ অপার।।
ব্যাধকে দেখিয়া মহাদেব তুষ্ট অতি।
নির্দিষ্ট হইল তার কৈলাস বসতি।।
শুনিয়া পার্ব্বতী দেবী ব্রত বিবরণ।
আত্মীয়বর্গের কাছে করেন বর্ণন।।
তাহাদের মুখে ব্রত হইল বর্ণিত।
এই রূপে শিবরাত্রি হল প্রচারিত।।
যেই জন ভক্তিভরে শিবরাত্রি করে।
সংসার সাগর হতে অনায়াসে তরে।।
আরাধ্য দেবতা নাহি মহাদেব মত।
অশ্বমেধ সম নহে আর যজ্ঞ যত।।
গঙ্গার সমান তীর্থ নাহি পৃথিবীতে।
শিবরাত্রি সম ব্রত না আছে জগতে।।
শিবরাত্রি ব্রত কথা শুনে যেই জন।
অথবা যে জন করে শ্রদ্ধায় পঠন।।
মহাদেব সদা তুষ্ট হন তার প্রতি।
শিবপদে করি আমি অসংখ্য প্রণতি।।
শিবরাত্রি ব্রত কথা সমাপ্ত হইল।
ভক্তিভরে সবে এবে শিব শিব বল।।

-------   --------

<----- [[শিবের অষ্টোত্তর শতনাম]] ----->

কৈলাস শিখরে বসি দেব ত্রিলোচন ।
গৌরী সহ করে নানা কথোপকথন ।।
মৃদুমন্দ বাতাস বহে সেথা ধীরি ধীরি ।
ফুলের সৌগন্ধ কিবা আহা মরি মরি ।।
সুন্দর জোছনারাশি মধুর যামিনী ।
চন্দ্রের কিরণ ছটা বিকাশে অবণী ।।
মহানন্দে হৈমবতী কহে পঞ্চাননে ।
কহ প্রভু কৃপা করে দাসীরে এক্ষণে ।।
বড় সাধ হয় মনে দেব প্রাণপতি ।
তোমার নামের সংখ্যা শুনি বিশ্বপতি ।।
আশুতোষ পরিতোষ হয়ে মোর প্রতি ।
সে সাধ পুরাও মম ওহে পশুপতি ।।
শুনিয়া দেবীর বাণী কহে মহেশ্বর ।
কি ইচ্ছা হয়েছে বল আমার গোচর ।।
শুনিয়া হরের কথা কহেন পার্ব্বতী ।
শুনিবারে সাধমম হয়েছে বিভুতি ।।
তোমার নামের সংখ্যা কহ ত্রিলোচন ।
তব মুখামৃত বাণী শুনি অনুক্ষণ ।।
এতেক শুনিয়া কহে ভোলা মহেশ্বর ।
শুন দেবী মোর নাম কহি অতঃপর ।।
সেইসব নাম আমি করিব কীর্ত্তন ।
শ্রবন পাঠেতে মুক্ত হবে জীবগন ।।
নাহি সংখ্যা মম নাম না যায় বর্ণন ।
সংক্ষেপেতে বলি যাহা করহ শ্রবণ ।।
যেই নাম ধ্যানে জীব পায় দিব্য গতি ।
সেইসব নাম তবে কহি শুন সতী ।।
মম মুর্ত্তি ধরা তলে কেহ না দেখিবে ।
পাষাণে নির্ম্মিত লিঙ্গ দর্শন পাবে ।।
ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মোর ভিন্ন ভিন্ন নামে ।
সকলের বরণীয় হয় ধরাধামে ।।

অনাদির আদি নাম রাখিল বিধাতা । ১
মহাবিষ্ণু নাম রাখে দেবের দেবতা ।। ২
জগদগুরু নাম রাখিল মুরারি । ৩
দেবগণ মোর নাম রাখে ত্রিপুরারি ।। ৪
মহাদেব বলি নাম রাখে শচীদেবী। ৫
গঙ্গাধর বলি নাম রাখিল জাহ্নবী ॥ ৬
ভাগীরথী নাম রাখি দেব শূলপানি । ৭
ভোলানাথ বলি নাম রাখিল শিবানী ।। ৮
জলেশ্বর নাম মোর রাখিল বরুণ । ৯
রাজ রাজেশ্বর নাম রাখে রুদ্রগণ ।। ১০
নন্দী রাখিল নাম দেবকৃপাসিন্ধু । ১১
ভৃঙ্গী মোর নাম রাখে দেব দীনবন্ধু ।। ১২
তিনটি নয়ন বলি নাম ত্রিলোচন । ১৩
পঞ্চমুখ বলি মোর নাম পঞ্চানন ॥১৪
রজত বরণ বলি নাম গিরিবর । ১৫

নীলকণ্ঠ নাম মোর রাখে পরাশর ।। ১৬
যক্ষরাজ নাম রাখে জগতের পতি ।১৭
বৃষভবাহন বলি নাম রাখে পশুপতি ।।১৮
সূর্য্য দেবে নাম রাখে দেবে বিশ্বেশ্বর।১৯
চন্দ্রলোকে রাখে নাম শশাঙ্কশেখর ।।২০
মঙ্গল রাখিল নাম সর্বসিদ্ধিদাতা । ২১
বুধগণ নাম রাখে সর্বজীবত্রাতা ॥ ২২
বৃহষ্পতি নাম রাখে পতিতপাবণ । ২৩
শুক্রাচার্য্য নাম রাখে ভক্ত প্রাণধন ।।২৪
শনৈশ্বর নাম রাখে দয়ার আধার।২৫
রাহুকেতু নাম রাখে সর্ব্ববিঘ্ন হর ।।২৬
মৃত্যুঞ্জয় নাম মম মৃত্যু জয় করি ।২৭
ব্রহ্মলোকে নাম মোর রাখে জটাধারী ॥২৮
কাশীতীর্থ ধামে নাম মোর বিশ্বনাথ । ২৯
বদরিকাননে নাম হয় কেদারনাথ ।।৩০
শমন রাখিল নাম সত্য সনাতন । ৩১
ইন্দ্রদেবে নাম রাখে বিপদতারণ ।।৩২
পবন রাখিল নাম মহা তেজোময় ।৩৩
ভৃগু মুনি নাম রাখে বাসনা বিজয় ।।৩৪
ঈশান আমার নাম রাখে জ্যোতিগণ । ৩৫
ভক্তগণ নাম রাখে বিঘ্ন বিনাশন ।।৩৬
মহেশ বলিয়া নাম রাখে দশানন ।৩৭
বিরূপাক্ষ বলি নাম রাখে বিভীষণ ।।৩৮
শম্ভুনাথ বলি নাম রাখেন ব্যাসদেবে ।৩৯
বাঞ্ছাপূর্ণকারী নাম রাখে শুকদেবে ।।৪০
জয়াবতী নাম রাখে দেবে বিশ্বপতি।৪১
বিজয়া রাখিল নাম অনাথের গতি।।৪২
তালবেতাল নাম রাখে সর্ব্ব বিঘ্নহর । ৪৩
মার্কন্ড রাখিল নাম মহা যোগেশ্বর ।। ৪৪
শ্রীকৃষ্ণ রাখিল নাম ভুবন ঈশ্বর ।৪৫
ধ্রুবলোকে নাম রাখে ব্রহ্ম পরাৎপর ।।৪৬
প্রহ্লাদ রাখিল নাম নিখিল তারণ । ৪৭
চিতাভষ্ম মাখি গায় বিভুতিভূষণ ।।৪৮
সদাশিব নাম রাখে যমুনা পুণ্যবতী । ৪৯
আশুতোষ নাম রাখে দেবে সেনাপতি ।।৫০
বাণেশ্বর নাম রাখে সনৎকুমার ।৫১
রাঢ়দেশবাসী নাম রাখে তারকেশ্বর ।।৫২
ব্যাধিবিনাশন হেতু নাম বৈদ্যনাথ । ৫৩
দীনের শরণ নাম রাখিল নারদ ।।৫৪
বীরভদ্র নাম মোর রাখে হলধর ।৫৫
গন্ধর্বেরা নাম রাখে গন্ধর্ব ঈশ্বর ।।৫৬
অঙ্গিরা রাখিল নাম পাপতাপহারী ।৫৭
দর্পচূর্ণকারী নাম রাখিল কাবেরী ।।৫৮
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান নাম বাঘাম্বর ।৫৯
বিষ্ণুলোকে রাখে নাম দেবে দিগম্বর ।।৬০
কৃত্তিবাস নাম রাখে কত্যায়নী ।৬১
ভূতনাথ নাম রাখে ঋষ্যশৃঙ্গ মুণি ।।৬২
সদানন্দ নাম রাখে দেবে জনার্দ্দন ।৬৩
আনন্দময় নাম রাখে শ্রীমধুসূদন ।।৬৪
রতিপতি নাম রাখে মদন দহন ।৬৫

দক্ষরাজ নাম রাখে যজ্ঞ বিনাশন ।।৬৬
জগদগ্নি নাম মোরে রাখিল গঙ্গেশ ।৬৭
বশিষ্ঠ আমার নাম রাখে গুড়াকেশ ।।৬৮
পৌলস্ত্য রাখিল নাম ভবভয়হারী।৬৯
গৌতম রাখিল নাম জন মনোহারী ।।৭০
ভৈরবেতে নাম রাখে শ্মশান ঈশ্বর।৭১
বটুক ভৈরব নাম রাখে ঘন্টেশ্বর ।।৭২
মর্ত্যলোকে নাম রাখে সর্ব্বপাপহর।৭৩
জরৎকারু মোরে নাম রাখে যোগেশ্বর ।।৭৪
কুরুক্ষেত্র রণস্থলে পামবরদ্বারী ।৭৫
ঋষীগণ নাম রাখে মুণি মনোহারী ।।৭৬
ফণিভূষণ নাম মোরে রাখিল বাসুকী ।৭৭
ত্রিপুরে বধিয়া নাম হইল ধানুকী ।।৭৮
উদ্দালক নাম রাখে বিশ্বরূপ মোরে ।৭৯
অগস্ত্য আমার নাম রাখিল শংঙ্কর ।।৮০
দক্ষিণ দেশেতে নাম হয় বালেশ্বর । ৮১
সেতু বন্ধে হয় নাম মোরে রামেশ্বর ।।৮২
হস্তিনা নগরে নাম দেবে যোগেশ্বর ।৮৩
ভরত রাখিল নাম উমা মহেশ্বর ।।৮৪
জলধর নাম রাখে করুণা সাগর ।৮৫
মম ভক্তগণ বলে সংসারের সার ।।৮৬
ভদ্রেশ্বর নাম মোরে রাখে বামদেব ।৮৭
চাঁদ সদাগর নাম রাখে হয়গ্রীব ।।৮৮
জৈমিনি রাখিল নাম মোরে ত্র্যম্বকেশ ।৮৯
ধন্বন্তরি মোরে নাম রাখিল উমেশ ।।৯০
দিকপাল গণে নাম রাখিল গিরীশ ।৯১
দশদিক পতি নাম রাখে ব্যোমকেশ ।।৯২
দীননাথ নাম মোরে কশ্যপ রাখিল ।৯৩
বৈকুণ্ঠের পতি নাম নকুল রাখিল ।।৯৪
কালীঘাটে সিদ্ধপাটে নকুল ঈশ্বর ।৯৫
পুরীতীর্থ ধামে নাম ভুবন ঈশ্বর ।।৯৬
গোকুলেতে নাম মোরে হয় শৈলেশ্বর ।৯৭
মহাযোগী নাম মোরে রাখে বিশ্বম্ভর ।।৯৮
কৃপানিধি নাম রাখে রাধাবিনোদিনী ।৯৯
ওঁ কার আমার নাম রাখে সান্দীপনি ।।১০০
ভক্তেরে জীবন নাম রাখেন শ্রীরাম ।১০১
শ্বেতে ভুধর নাম রাখেন ঘনশ্যাম ।।১০২
বাঞ্ছাকল্পতরু নাম রাখে বসুগণ ।১০৩
মহালক্ষী রাখে নাম অশিব নাশন ।।১০৪
অল্পেতে সন্তোষ বলি নাম যে সন্তোষ । ১০৫
গঙ্গাজল বিল্বদলে হই পরিতোষ ।।১০৬
ভাঙ্গড়ভোলা নাম বলি ডাকে ভক্তগণ । ১০৭
বুড়াশিব বলি খ্যাত এই তিন ভুবন ।।১০৮

হর হর ব্যোম বলি যে ডাকে আমারে।
পরিতুষ্ট হয় সদা তাহার উপরে।।
অসংখ্য আমার নাম না হয় বর্ণন।
অষ্টোত্তর শতনাম করিনু কীর্ত্তন।।
মনেতে যে ভক্তি করি করয়ে পঠন।
রোগ শোক নাহি হয় তাহার ভবন।।

নির্ব্যাধি হইয়া সে দীর্ঘজীবী হয়।
শিব বরে সেই জন মুক্তি পদ পায়।।
নামের মাহাত্ম্য আমি করিনু বর্ণন।
মম নাম মম ধ্যান করো সর্বজন।।
ইহকালে সুখে রবে মরত ভুবনে।
অন্তঃকালে হবে গতি কৈলাস ভবনে।।

[শিবের অষ্টোত্তর শতনাম সমাপ্ত]

------- ---------

<----- মধুসুক্ত ----->

ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ।
ওঁ মধুনক্ত সুতোষসো। মধু মৎ পার্থিবং রজঃ
মধু দৌ রস্তু নঃ পিতা।
ওঁ মধু মান্নো বনস্পতি স্মধুমান অন্তু সূর্যঃ। মাধ্বীগাব ভবন্তু নঃ

ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু ।।

<----- শান্তি মন্ত্র পাঠ ----->

একটি পাত্রে সামান্য জল নিয়ে তাহাতে চন্দন পুষ্প বেলপাতা দিয়ে জলের ছিটা দিতে দিতে পাঠ কর।

ওঁ স্বস্তি নঃ ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ।
স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নঃ স্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমী।
স্বস্তি নঃ বৃহস্পতি দধাতু।।

দৌঃ শান্তিঃ হি অন্তরীক্ষ শান্তি হিঃ
পৃথিবী শান্তি হি অপ শান্তি হি
ওষধয় শান্তি হি বনস্পতয় শান্তি হিঃ
বিশ্বদেবো শান্তি হিঃ শান্তিরেব শান্তি হিঃ
ওঁ শান্তি রস্তু শিবাঞ্চাস্তু বিনশ্যত্য শুভঞ্চ যৎ যতঃ।
এবা গতং পাপং তত্রৈব প্রতি গচ্ছতু।

ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি

<----- বিসর্জন ----->

নমঃ মহাদেব ক্ষমস্ব বলিয়া কিঞ্চিৎ জল দিয়া
উত্তর শিয়রে শোয়াইয়া দিবেন, সংহার মুদ্রায়
একটি পুষ্প নিয়ে আঘ্রাণ করিতে করিতে ঐ দেবতা
নিজের হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন ভাবিয়া পুষ্পটি
ফেলিয়া দিয়া হাত ধুইয়া ঈশান কোণে
ত্রিকোণ মন্ডল করিয়া নির্মাল্য লইয়া নমঃ

চন্ডেশ্বরায় নমঃ মন্ত্রে মন্ডলের মধ্যে দিবেন।।

<----- দক্ষিণাবাক্য ----->

এতস্মৈ কাঞ্চন মূল্যায় নমঃ (৩ বার)
এতৎ অধিপতয়ে শ্রী বিষ্ণুবে নমঃ।
এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ।   (হাত জোড় করে বলিবে)

<----- সাঙ্গতার্থ সংকল্প ----->

কোষাকুশীতে হরিতকি ফুল চন্দন দুর্গা ধান যব আতপ চাল নিয়ে উত্তর অথবা পূর্ব দিক কোণে ধারণ করে বলতে হবে-
ওঁ বিষ্ণুরো তৎ সৎ ফাল্গুন মাসি কুম্ভ রাশিস্থ ভাস্করে কৃষ্ণ পক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং তিথৌ __ গোত্র __ নাম কৃতৈ তৎ শ্রী শিব দেবতয়া প্রীতি কাম শিব পূজা তদ ব্রতকথা পাঠ জাগরনোপবাস কর্ম্মন্ সাঙ্গতার্থং যদ্ বৈগুন্যং জাতং তোদ্দোষ প্রশমনায় বিষ্ণু স্মরণ মনন করিষ্যে।

ওঁ তদবিষ্ণু পরমং পদম্ সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম।
ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ।।
ওঁ অজ্ঞানাদ যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ স্মরনা
দেব তদ বিষ্ণু সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতি।
ওঁ যদ সাঙ্গং কৃতং কর্ম জানতা বাপ্য জানতা সাঙ্গং ভবতু তৎ সৰ্ব্বং হরে নামানু কীৰ্তনাৎ।

------   --------

ডান হাতের তালুতে জল নিয়ে ---

ওঁ শ্রী হরি   ওঁ শ্রী হরি   ওঁ শ্রী হরি
ওঁ প্রিয়তাং পুন্ডরীকাক্ষং সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরি
তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্টং
প্রীনিতে প্রীনিতং জগৎ এতৎ কর্ম শ্রী কৃষ্ণায়াপিতি মস্তু।
(জল মাটিতে ফেলে দাও)

<----- প্রণাম ----->

ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতি পরমেশ্বর॥

(ঘণ্টা ধ্বনি শঙ্খ ধ্বনি উলু ধ্বনি দিবে)

<----- পারন মন্ত্র ----->

এই মন্ত্র বলিয়া পারন জল পান করিবে ---->

ওঁ সংসার ক্লেশ দগ্ধস্য ব্রতেনোনেন শঙ্কর।
প্রসীদ সুমুখো নাথ জ্ঞান দৃষ্টি প্রদোভব।।

পরদনি সকালে পারন করার পর ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া
নজিে ভোজন করবি।

-------　　　--------

--- {ফর্দমালা} ---

সদি্ধি, তলি হরতিকী, পঞ্চ শস্য, আসনাঙ্গুরীয়., ঘী, মধু, ধূপ, ধুনা, তুলা, কর্পূর, প্রদীপ, পলিসুজ, দুধ, দই, চনিি, ফুল, বলেপাতা, ধুতরা, আকন্দ, নবৈদে্য (কমপক্ষে পাঁচ রকমরে ফল এবং মষি্টি), গঙ্গা জল, কুশ, আতপ চাল, চন্দন ।